জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

গবেষণা সিরিজ-৪২

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01972212045
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-3995-3

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১১০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের পর্যালোচনা	২৬
৭	জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ	২৮
	কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হওয়ার প্রমাণ	২৮
	সুন্নাহ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ার প্রমাণ	৪৫
	আকল/Common sense/বিবেক জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ার প্রমাণ	৫৫
৮	আকল/Common sense/বিবেক প্রমাণিত না অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান	৭৪
৯	আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির গুরুত্ব	৭৮
	ক. জ্ঞানের উৎস হিসেবে কুরআনের গুরুত্ব	৭৮
	খ. জ্ঞানের উৎস হিসেবে সুন্নাহ-এর গুরুত্ব	৮৪
	গ. জ্ঞানের উৎস হিসেবে আকল/Common sense/ বিবেকের গুরুত্ব	৮৮
১০	আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির মধ্যে পার্থক্য	১১১
১১	শেষ কথা	১১২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

জ্ঞানের উৎসে ভুল থাকলে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হবে। আর মৌলিক জ্ঞানে ভুল থাকলে অশান্তি অনিবার্য। মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার মূল কারণ মৌলিক জ্ঞানে ভুল থাকা। আর মৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢোকানোর জন্য ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা প্রথমে জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল ঢুকিয়েছে। মুসলিম জাতির প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানের উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। ইজমা ও কিয়াস হলো সামষ্টিক ও একক গবেষণার ফল। তাই ইজমা ও কিয়াস উৎস হবে না; বরং ইজমা ও কিয়াস হবে তথ্যসূত্র (Reference)। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক। তবে উৎস তিনটির গুরুত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। পুস্তিকাটিতে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশাকরি বইটি অধঃপতিত মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবিতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবি পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবি বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবি বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর আকল/Common sense/বিবেক হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল ও ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় এবং অনেক মৌলিক বিষয়ের আল্লাহর করা ব্যাখ্যা। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবগুলো আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন– 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা হতে আমাকে বিরত রাখতে পারতে। (সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا .

বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) হতে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না। (সুরা আল জ্বিন/৭২ : ২২)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস হতেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার

না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। আকল/Common sense/বিবেকের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে দেওয়া হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সে মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো عَقْلٌ/ বোধশক্তি/Common sense/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবি ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ হতে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত হতে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য হতে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ

---

৪. عُلِّمَ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত হতে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

.. .. .وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি হতে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– আকল/Common sense/বিবেক আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ হতে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে)।

- মুসলিম, *আস-সহীহ* (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ফিতরাত শব্দের আভিধানিক একটি অর্থ হলো নৈসর্গিক জ্ঞান। তাই হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে নৈসর্গিক তথা আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য হতে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, আকল/Common sense/বিবেক সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ হতে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়- আকল/Common sense/বিবেক অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) হতে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

◆ আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নম্বর- ২২২২০।

◆ হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ হতে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস হতে সহজে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। আকল/Common sense/ বিবেকের এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো আকল/Common sense/বিবেকের মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ... (সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির আকল/Common sense/বিবেকের উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/ বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

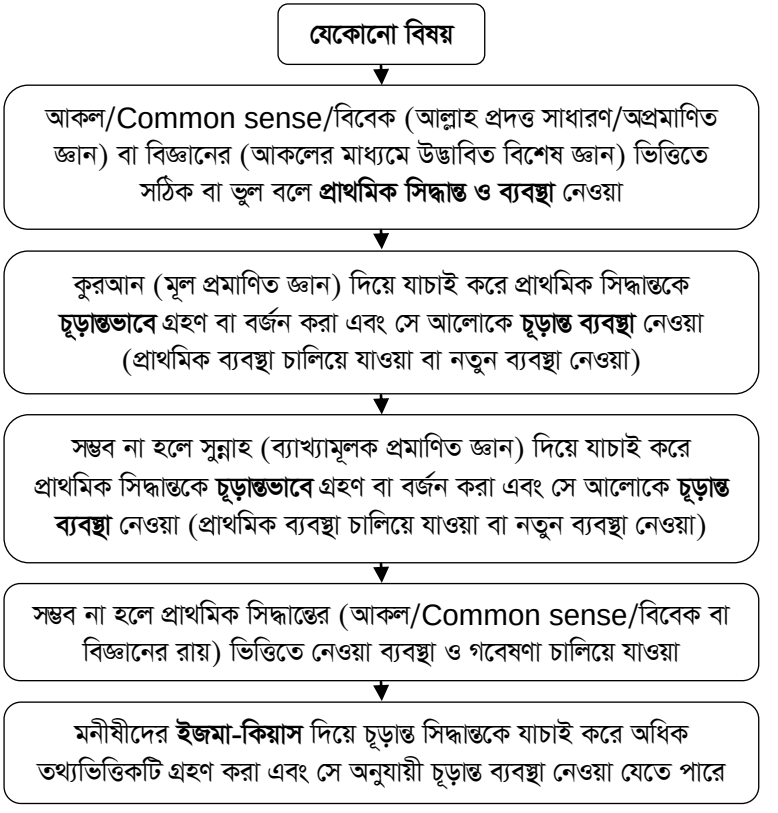

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

নিজে পড়ুন

সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

জীবন সম্পির্কত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দুইটি হলো– উৎস ও নীতিমালা। উৎস ব্যবহার করে নীতিমালা তৈরি করা হয়। তাই, উৎসে ভুল থাকলে জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় অবশ্যই ভুল হবে। আর উৎস ও নীতিমালা উভয়টিতে ভুল থাকলে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হবে।

বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞানের উৎসের তালিকায় আল্লাহ প্রদত্ত একটি উৎস অনুপস্থিত। আর সে স্থানে যে দুটি বিষয় স্থান পেয়েছে সে দুটি উৎস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সে দুটি হবে তথ্যসূত্র। এটি কীভাবে সম্ভব হলো তা এক বড়ো গবেষণার বিষয়। এ বিষয়গুলো তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কী কী হবে তা উপস্থাপন করাই এ পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য। আশাকরি বইটি মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার জন্য অপরিসীম কল্যাণ বয়ে আনবে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের পর্যালোচনা

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষিত প্রায় সকল মুসলিম জানে ও বিশ্বাস করে যে, জ্ঞানের উৎসসমূহ হলো–

১. কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. ইজমা
৪. কিয়াস

বিষয়টি বিভিন্ন গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে উল্লিখিত আছে–

গ্রন্থ-১

❑ মাআলিমু উসূল আল-ফিকহ 'ইন্দা আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামাআত

أصول العلم : الكتاب والسنة والاجماع والقياس.

জ্ঞানের উৎস : আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

[ইবন হাসান, *মাআলিমু উসূল আল-ফিকহ 'ইন্দা আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামাআত* (বৈরুত : দারু ইবনুল জাওজী, ১৪২৭ হি.), পৃ. ৩১।]

গ্রন্থ-২

❑ আল-মুফাস্সাল

প্রকৃত জ্ঞানের মূল উৎস চারটি। যথা : কুরআন, সুন্নাহ, কিয়াস ও ইজমা। (আলী ইবন নায়িফ আশ-শুহুদ, *আল-মুফাস্সাল*, খ. ৩, পৃ. ৭২।)

গ্রন্থ-৩

❑ উসূলুশ শাশী মূলগ্রন্থ

أصول الفقه أربعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخرج الأحكام.

ফিক্হশাস্ত্রের মূলনীতি চারটি : আল্লাহর কিতাব, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ, উম্মাতের ইজমা ও কিয়াস। অতঃপর প্রত্যেক মূলনীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা-পর্যালোচনা আবশ্যক। যাতে শরীয়াতের বিধিমালা উপস্থাপনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

{আবূ আলী আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাশী, *উসূলুশ শাশী* (বৈরূত : দারুল কিতাবুল আরাবী, ১৪০২ হি.), পৃ. ১৩}

গ্রন্থ-৪

❑ মাদ্রাসার পাঠ্যবই হিসেবে বাংলায় লেখা উসূলুশ শাশী

ইসলামী বিধানের মূল বুনিয়াদ (উৎস) হলো ৪টি– কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান এ ৪টি থেকে বের করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা বা মেধার আলোকে (গবেষণা করে) যে যতই সুন্দর সুষ্ঠু সমাধান বের করবে ইসলামে তার কোনো মূল্য নেই। *(পেশ কালাম, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক : আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশ কাল-০৯.১১.২০০৪)।*

গ্রন্থ-৫

❑ ইসলামী অর্থনীতি

জ্ঞানের চারটি উৎস রয়েছে– ক. আল-কুরআন, খ. আল-হাদীস বা সুন্নাহ, গ. ইজমা এবং ঘ. ইজতিহাদ বা কিয়াস।

(ইসলামী অর্থনীতি, এম এ হামিদ। ভাষান্তর ও সম্পাদনা : প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯খ্রি., পৃ. ১৪)

কিয়াসের সরল সংজ্ঞা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক অথবা কুরআন ও সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে– কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, ইসলামের একজন ফকীহ/মনীষী ব্যক্তির গবেষণার ফল।

ইজমার সাধারণ সংজ্ঞা

কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল অভিন্ন হলে অথবা কারো কিয়াসের বিষয়ে সকলে একমত হলে তাকে ইজমা বলে।

গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় তথ্যসূত্র (Reference)। কিয়াস ও ইজমা হলো– ব্যক্তি ও সামষ্টিক গবেষণার ফল। তাই, কিয়াস ও ইজমা কোনভাবেই জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। তবে মনীষীদের গবেষণার ফলের অবশ্যই মূল্য আছে। আর সে মূল্য হলো– কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা'** (গবেষণা সিরিজ-৩৮) নামক বইটিতে।

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো–

১. কুরআন
২. সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)
৩. আকল/Common sense/বিবেক।

তবে উৎস তিনটির গুরুত্ব ও ব্যবহারবিধির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা এখন দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে সেগুলো জানার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হওয়ার প্রমাণ

বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয়টি জানার চেষ্টা করা হবে।

যুক্তি

সকল জিনিস পরিচালনার একটি মূল ও মানদণ্ড জ্ঞান থাকা উচিৎ এবং বাস্তবে থাকেও। আর মূল ও মানদণ্ড জ্ঞান তিনিই সবচেয়ে ভালো প্রণয়ন করতে পারবেন যিনি জিনিসটি তৈরি বা প্রণয়ন করেছেন। তাই, মানুষের জীবন পরিচালনারও একটি মূল ও মানদণ্ড জ্ঞান থাকা উচিৎ। আর মূল ও মানদণ্ড জ্ঞান সবচেয়ে ভালো প্রণয়ন করতে পারবেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। আমরা এখন তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে জানার চেষ্টা করবো কুরআন উল্লিখিত শর্ত পূরণ করে মূল, প্রমাণিত ও মানদণ্ড জ্ঞান হতে পারে কি পারে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَكَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ رُوۡحًا مِّنۡ اَمۡرِنَا ؕ مَا كُنۡتَ تَدۡرِىۡ مَا الۡكِتٰبُ وَلَا الۡاِيۡمَانُ وَلٰـكِنۡ جَعَلۡنٰهُ نُوۡرًا نَّهۡدِىۡ بِهٖ مَنۡ نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهۡدِىۡۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ .

আর এভাবে আমরা তোমার প্রতি আমাদের নির্দেশ সম্বলিত রূহ (ওহী/আল কুরআন) প্রেরণ করেছি। (এর পূর্বে) তুমি জানতে না কিতাব ও ঈমান কী? কিন্তু আমরা এটিকে বানিয়েছি একটি (জ্ঞানের) আলো, যা দিয়ে আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করি। আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই স্থায়ী পথের দিকে আহ্বান করছো।

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ৫২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর এভাবে আমরা তোমার প্রতি আমাদের নির্দেশ সম্বলিত রূহ (ওহী/কুরআন) প্রেরণ করেছি' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন আল্লাহ প্রেরিত আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ।

'(এর পূর্বে) তুমি জানতে না কিতাব ও ঈমান কী' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে রসুল (স.)-এর জানা ছিল না আল্লাহর কিতাব ও ঈমান কী বিষয়।

'কিন্তু আমরা এটিকে বানিয়েছি একটি (জ্ঞানের) আলো' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন হলো জ্ঞানের আলো। অর্থাৎ কুরআন হলো মানবজীবনের সকল বড়ো বিভাগের জ্ঞান ধারণকারী জ্ঞানের গ্রন্থ। মানবজীবনের জ্ঞানে বড়ো বিভাগসমূহ হলো– ধর্ম, সাধারণ জ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস ইত্যাদি।

'যা দিয়ে আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্য হতে (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করি' অংশের ব্যাখ্যা– আমাদের অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানকে কাজে লাগালে মানুষ সঠিক পথ লাভ করবে।

'আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই স্থায়ী পথের দিকে আহ্বান করছো' অংশের ব্যাখ্যা– স্থায়ী পথ হলো সে পথ যে পথের মূল বিষয়ে কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই, এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ইসলামী জীবনব্যবস্থা একটি স্থায়ী জীবনব্যবস্থা। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ এবং তথ্য স্থায়ী তথা কিয়ামত পর্যন্ত অভিন্ন।

তথ্য-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ... ...

রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'(কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন মানুষের জীবন পরিচালনার জ্ঞানের উৎস।

'পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎসসমূহের মধ্যে কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত জ্ঞান ধারণকারী উৎস।

'সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন হলো মানদণ্ড উৎস। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানসহ যেকোনো জ্ঞানের সত্য-মিথ্যা যাচাই করার মানদণ্ড কুরআন।

তথ্য-৩.১

وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ وَّ هُدًی وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰی لِلْمُسْلِمِیْنَ .

আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ এবং মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশিকা, অনুগ্রহ এবং সুসংবাদ।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

তথ্য-৩.২

... ...مَا فَرَّطْنَا فِی الْكِتٰبِ مِنْ شَیْءٍ ... ...

... ... আমরা কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছুই (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি ... ... ।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আল কুরআনে মানবজীবনের **১**টি মাত্র অমৌলিক (নফল/মাকরুহ) বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেটি হলো তাহাজ্জুদের সালাত।

এটি রসুলুল্লাহর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নফল। তাই আয়াত দুটির শিক্ষা হলো আল কুরআনে মানবজীবনের সকল বড়ো দিকের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান আছে। আর তাই যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বিষয় হবে না। নির্ভুল হাদীসে থাকলে সেটি হবে ইসলামের অমৌলিক বিষয়।

তথ্য-৪

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ .

এটি (কুরআন) সেই (প্রতিশ্রুত) কিতাব। যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (এটি) একটি পথনির্দেশিকা (Manual) আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

ব্যাখ্যা : (এটি) একটি পথনির্দেশিকা আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য বক্তব্যটি হতে জানা যায়, কুরআন একটি জ্ঞানের উৎস আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য।

তথ্য-৫

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ .

আর নিশ্চয় এটি (কুরআন) অবশ্যই একটি অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য।

(সুরা আল হাক্কা/৬৯ : ৪৮)

ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যটি হতে জানা যায় কুরআন একটি জ্ঞানের উৎস আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য।

তথ্য-৬

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আকল/Common sense/বিবেককে ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ২, যুখরুফ/৪৩ : ৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি' অংশের ব্যাখ্যা– অনেক ভাষা থাকতে কুরআনকে আরবি ভাষায় নাযিল করার বিশেষ কারণ আছে। সে কারণের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো–

ক. আরবি ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা।
এটির প্রমাণ–

- আরবি ভাষায় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কম।
- অন্য ভাষায় পুরুষ ও স্ত্রী সর্বনাম অভিন্ন, কিন্তু আরবিতে বেশির ভাগ সর্বনাম ভিন্ন।
- অন্য ভাষায় ক্রিয়ার লিঙ্গ নেই, কিন্তু আরবিতে বেশির ভাগ ক্রিয়ার লিঙ্গ আছে।

খ. আরবি ভাষার একটি শব্দ অন্য ভাষার একটি বাক্যের অর্থ প্রকাশ করে। তাই, লিখতে কাগজ ও কালি কম খরচ হয়, বইয়ের আয়তন ছোটো হয় এবং পড়তেও কম সময় লাগে। যেমন–

সে একজন পুরুষ খুলেছে	فَتَحَ
সে একজন পুরুষ সাহায্য করেছে	نَصَرَ
সে একজন পুরুষ মেরেছে	ضَرَبَ
সে একজন পুরুষ শুনেছে	سَمِعَ

গ. আরবি ভাষায় একটি শব্দের সামান্য পরিবর্তন হয়ে অনেক শব্দ তৈরি হয়। তাই, পাঠককে খুব বেশি শব্দ জানার প্রয়োজন হয় না। যেমন– অতীতকাল, নামপুরুষ, পুরুষবাচক, একবচনের ক্রিয়া শব্দের (মূলক্রিয়া) সামান্য পরিবর্তন হয়ে বিভিন্ন ধরনের শব্দ তৈরি হয়।

'যাতে তোমরা আকল/Common sense/বিবেককে ব্যবহার করতে পারো' অংশের ব্যাখ্যা– যাতে মানুষ সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষায় অবতীর্ণ কুরআনের বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিয়ে তাদের আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে জীবন পরিচালনায় ব্যবহার করতে পারে। তাই, এ আয়াত হতেও জানা যায় কুরআন জ্ঞানের একটি উৎস।

তথ্য-৭

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.

এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা/সচেতনতামূলক তথ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যাতে

তারা (মু'মিনরা) সচেতন হতে পারে। অথবা এটা তাদের জন্য (গবেষণার) তথ্য সরবরাহ করে।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৩)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তাতে (কুরআনে) বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক তথ্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআনে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– ধর্ম, সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি।

'যাতে তারা (মু'মিনরা) সচেতন হতে পারে' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করার কারণ হলো মু'মিনরা যেন ঐ জ্ঞান শিখে সরাসরি সচেতন তথা জ্ঞানী হতে পারে।

'অথবা এটা তাদের জন্য (গবেষণার) তথ্য সরবরাহ করে' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– আল কুরআনে এমন জ্ঞানের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে যা নিয়ে গবেষণা করে মানুষ তাদের জ্ঞানভান্ডারকে উন্নত করতে পারে।

তাই এ আয়াত হতেও জানা যায় আল কুরআন জ্ঞানের একটি উৎস।

তথ্য-৮

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি (কুরআন) একটি গ্রন্থ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্ক করার ব্যাপারে তোমার সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে যেন কোনো সন্দেহ/সংশয়/সংকোচ না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'এটি (কুরআন) একটি গ্রন্থ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআন আল্লাহ প্রেরিত জ্ঞান ধারণকারী একটি গ্রন্থ।

'সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্ক করার ব্যাপারে তোমার সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে যেন কোনো সন্দেহ/সংশয়/সংকোচ না থাকে' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআন নির্ভুল। তাই, এর মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করার সময় কারো মনে সন্দেহ/সংশয়/সংকোচ রাখা যাবে না।

'মু'মিনদের জন্য এটা অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআন একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ। অর্থাৎ পড়ে জ্ঞানার্জন ও সে জ্ঞান অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

তাই এ আয়াত হতেও জানা যায় আল কুরআন জ্ঞানের একটি উৎস।

সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন– প্রত্যেক নবীকে আয়াতসমূহ (শিক্ষণীয় বিষয়) হতে যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, সে পরিমাণের প্রতি মানুষ ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে প্রদান করা হয়েছে একটি ওহী (পূর্ণাঙ্গ কিতাব কুরআন)। সুতরাং কিয়ামাতের দিন আমার অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে বলে আশা রাখি।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে রসুল (স.) আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসটি বলা আরম্ভ করেছেন। রসুল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদির তথ্য তথা রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। আর রসুল (স.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য।

অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসুল (স.)-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে বিশ্বাস না করে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। রসুল (স.) যাদের সামনে কথাটি বলেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরব ও সাহাবী। তাহলে রসুল (স.) কী কারণে এ হাদীসটি বলেছেন তা সকল যুগ বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

কারণটি হলো, কুরআনে আছে– আল্লাহ তা'য়ালার বলা শব্দে ইসলামের সকল ফরজ (মৌলিক করণীয়) ও হারাম (মৌলিক নিষিদ্ধ) বিষয় এবং একটি মাত্র অমৌলিক করণীয় বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)।

তাই, শুধু হাদীস পড়ে কেউ ইসলাম জানলে–

১. সে কোনোভাবেই ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না।
২. জাল হাদীস ধরতে পারবে না।

ফলে তার ইসলাম পালনে মৌলিক ত্রুটি থাকবে। আর এর ফলস্বরূপ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই, হাদীসটি হতে জানা যায়– জ্ঞানের মূল প্রমাণিত উৎস হলো আল কুরআন।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ... ... عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه : عن النبي ﷺ قال : إِنَّ هَذَا القرآنَ مأْدُبةُ اللهِ ، فَاقْبَلُوا مأْدُبَتَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا القُرْآنَ حَبْلُ اللهِ ، والنُّورُ المُبِيْنُ ، والشِّفَاءُ النافِعُ ، عصمةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ، لاَ يَزِيْغُ فيُسْتَعْتَبُ ، وَلَا يَعوَجُّ فيُقَوَّمُ ، وَلَا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ ، وَلَا يَخْلَقُ مَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ ، أُتْلُوْهُ ؛ فإِنَّ اللهَ يأجرُكُمْ عَلَى تِلَاوتِه كُلَّ حَرْفٍ عَشَرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ : (ألم) حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيْمٌ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.) আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবুল ওয়ালীদ হাস্‌সান বিন মুহাম্মদ আল কুরশী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– নিশ্চয় **এ কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক (উৎস)। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে সাধ্যানুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করো।** নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর রশি এবং (জ্ঞানের) স্পষ্ট আলো এবং কল্যাণকর আরোগ্যদানকারী। যে এটাকে আঁকড়ে ধরবে তার রক্ষাকারী। যে অনুসরণ করবে তার পরিত্রাণদাতা। **এটি বিপথে নেয় না তাই প্রশান্ত-চিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো।** এর নতুনত্বের শেষ হয় না। সুতরাং তোমরা এটাকে অধ্যয়ন করো। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা এটি অধ্যয়নের বিনিময়ে প্রতিদান দেবেন। (হরফে মুকাত্তায়াত না বুঝে আর বাকি সব বুঝে পড়লে) প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকী। আমি এ কথা বলছি না যে– আলিফ, লাম, মীম একটা অক্ষর। বরং আলিফ একটা অক্ষর, লাম একটা অক্ষর এবং মীম একটা অক্ষর।

- আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং-২০৪০।
- হাদীসটির সদন ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'এ কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের খোরাক (উৎস)। সুতরাং তাঁর জ্ঞানভান্ডার থেকে সাধ্যানুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করো' অংশের ব্যাখ্যা– আল কুরআন জ্ঞানের একটি উৎস।

‘এটি বিপথে নেয় না তাই প্রশান্ত-চিত্তে গ্রহণ করো। ধোঁকা দেয় না তাই স্থায়ীভাবে ধরো’ অংশের ব্যাখ্যা– কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল এবং এটিতে শুধু ইসলামের মৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে। তাই, এর শিক্ষা গ্রহণ করলে ভুল শিক্ষা গ্রহণ করা এবং মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় মিলিয়ে ফেলার কোনো সম্ভাবনা নেই।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, **লোকজন**

হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করেছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই **মিথ্যা হাদীস** (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন**। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বার বার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯০৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' অংশের ব্যাখ্যা– হাদীসসহ যেকোনো বিষয়ের নির্ভুলতা যাচাই করার মানদণ্ড কুরআন।

'যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যে কুরআন না জেনে হাদীস পড়বে সে পথভ্রষ্ট হবে। কারণ, সে মিথ্যা হাদীস ধরতে পারবে না। তাই এ বক্তব্য হতে জানা যায়, কুরআন হলো জ্ঞানের মূল প্রমাণিত উৎস।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ... ... فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا [ص:٨٨٧]، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ... ... ... فَخَرَجْنَا مَعَهُ، ... ... فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ... ... ... **وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ**، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ... ...

ইমাম মুসলিম (রহ.) জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাফর ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, আমার বাবা বলেছেন যে– আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু হুসায়ন। ... ...

তিনি আমাদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা.) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন– রসূলুল্লাহ (স.) নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হাজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, রসূলুল্লাহ (সা.) এ বছর হাজ্জে যাবেন। সুতরাং মাদীনায় বহু লোকের আগমন হলো। তাদের প্রত্যেকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ 'আমল

করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। ... ... অতঃপর 'আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর ক্বাস্ওয়া (নামক উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হলো। অতঃপর তিনি বাত্বনে ওয়াদীতে এলেন এবং সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন– নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য সম্মানিত/নিরাপদ যেমন সেগুলো সম্মানিত/নিরাপদ তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।" ... ..."আর নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; (তা হলো) **আল্লাহর কিতাব**।"

"আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তোমরা কী বলবে?" তারা বলল– "আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হাক্ব আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন"।

অতঃপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে মানুষদের ইশারা করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, তিনি তিনবার এরূপ বললেন। ... ...

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩০০৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন হলো মূল জ্ঞান ও মানদণ্ড জ্ঞানমূলক উৎস।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ : قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ

إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন নিশাপুরী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা সতর্ক থেকো, নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে গেলাম, **তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর নবী (স.)-এর সুন্নাহ।** নিশ্চয় মুসলমান একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং ৩১৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে– কুরআন ও সুন্নাহ জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

ইমাম বুখারী (রহ.) ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫০২৭।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে সরাসরি কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং কুরআন শেখানোকে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে। তাই, কুরআন সর্বোত্তম জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস (মুখে মুখে) বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে– হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে, তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭৭০২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি মাক্কী জীবনের। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মাক্কী জীবনে তথা নবুওয়াতের প্রথম ১৩ বছর সকল হাদীস প্রচারিত হয় রসূল (স.)-এর কাছ থেকে শোনার পর মুখে মুখে। আর এটি করার কারণ ছিল– কুরআনের সাথে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মানব সভ্যতার মহাক্ষতি রোধ করা। শোনার সাথে সাথে কোনটি কুরআন ও কোনটি হাদীস তা বোঝার যোগ্যতা সাহাবীগণের সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল।

তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়– কুরআন হলো মূল, প্রমাণিত ও মৌলিক জ্ঞান ধারণকারী একমাত্র উৎস।

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ... ... عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان : أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قَيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَابِ.

ইমাম হাকিম (রহ.) আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আবী সুফিয়ান (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) বলেন, উমার (রা.) বলেছেন– তোমরা আল্লাহর কিতাবকে জ্ঞানের মানদণ্ড বানাও।

- আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৬০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী হাদীসসহ সকল জ্ঞানের নির্ভুলতা যাচাই করার মানদণ্ড কুরআন।

হাদীস-১০

أَخْرَجَ الإِمَامُ الدَارِمِي... ... ... عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُوْرُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي مُنْزِلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً.

ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হতে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, Common sense-এর উপলব্ধি, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝর্ণাধারা এবং কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) আরও বলেন– তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত (শেষ কিতাব কুরআন) নাযিলকারী, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা Common sense-কে) উন্মুক্ত/উৎকর্ষিত করে দেবে।

- দারেমী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং-৩৩২৭।
- হুসাইন সুলাইম আসাদ (রহ.) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিতগুলোসহ কুরআন, হাদীস ও যুক্তির আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. কুরআন জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত উৎস।
২. হাদীসসহ সকল জ্ঞানের সত্য-মিথ্যা যাচাই করার মানদণ্ড হলো আল কুরআন।
৩. কুরআনে মানব জীবনের সকল বড়ো দিকের মৌলিক জ্ঞান উল্লিখিত আছে।

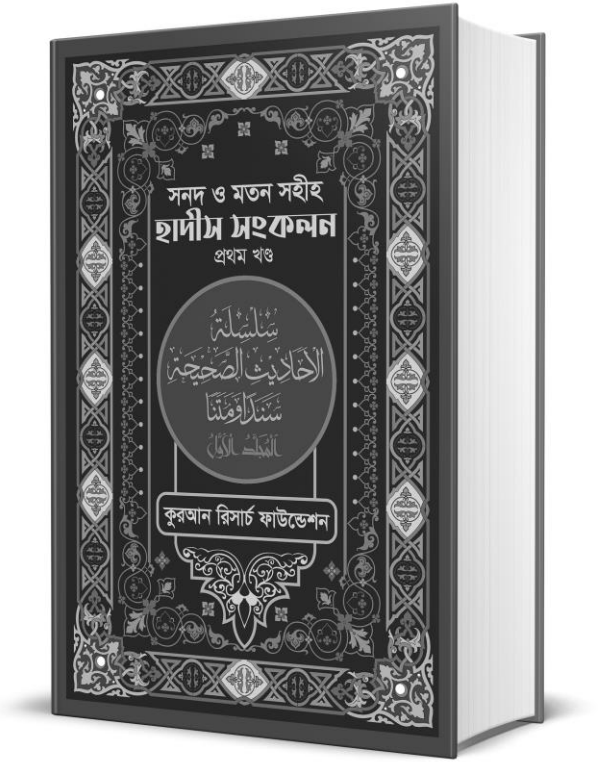

সুন্নাহ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ার প্রমাণ

যুক্তি

বর্তমানে সকল কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও (Engineer) পাঠায়। প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না।

প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকল/Common sense/বিবেকের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। এ কাজের জন্য মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসূলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক।

নবী-রসূলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসূলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন হলো আল্লাহর কিতাবে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। মুহাম্মদ (স.) হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসূল।

তাই, এ উদাহরণের ভিত্তিতে যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়–

১. মুহাম্মদ (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন তথা সুন্নাহ (হাদীস) হবে জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত (নির্ভুল) উৎস।
২. এটি মূল উৎস নয়। এটি হবে আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত উৎস কুরআনের ব্যাখ্যা।
৩. কুরআনের বিপরীত কোনো বক্তব্য রসূল (স.)-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

আর আমরা তোমার প্রতি যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো, যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও (মানুষেরা) যেন চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা আন-নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি হলো মুহাম্মদ (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহর নিয়োগপত্র। আয়াতটির ভিত্তিতে অন্য যে কথাটি বলা যায় তা হলো– রসুল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন তথা হাদীস কুরআনের কোনো তথ্যের বিপরীত হবে না, তবে সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কারণ, ব্যাখ্যা কখনো মূল বক্তব্যের বিপরীত হয় না; বরং সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়।

তথ্য-২

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ. فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ . ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ .

(হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমরা তা পাঠ করি তখন আপনি এর পঠন (পঠন পদ্ধতির) অনুসরণ করুন। **অতঃপর এর (কুরআন) ব্যাখ্যার দায়িত্বও (ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব) নিশ্চয় আমাদের।**

(সুরা আল কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯)

ব্যাখ্যা : ১৯ নং আয়াতটি (বোল্ড করা) থেকে জানা যায় রসুল (স.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতিক্রমে জিব্রাইল (আ.) নিজে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا .

অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার তাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে পাওয়ার আশা করে এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করে (আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে)।

(সুরা আল আহযাব/৩৩ : ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বক্তব্য হলো– যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে সফলতা পেতে চায় তাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে সফলতা পেতে চায় তাদের জন্য রসুল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন তথা সুন্নাহয় উত্তম শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

তথ্য-৪

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى .

আর সে (রসূল) মনগড়া কথা বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়। (সুরা আন-নাজম/৫৩ : ৩-৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় রসূল (স.) যা বলতেন, যে কাজ করতেন বা যেসব বিষয়ের অনুমোদন দিতেন, তা সবই আল্লাহ তা'য়ালার সম্মতি নিয়েই করতেন।

তথ্য-৫

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ... ...

যে রসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৮০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে সুন্নাহ জানা ও মানার গুরুত্ব অপরিসীম তথ্যটি জানানো হয়েছে।

তথ্য-৬

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ . لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ . فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমি তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম (শক্ত করে ধরে ফেলতাম)। অতঃপর অবশ্যই আমি তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম (হত্যা করতাম)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই, যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতো।

(সুরা আল হাক্কা/৬৯ : ৪৪-৪৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– রসুল (স.) কুরআনের বিপরীত কথা বললে তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা হত্যা করে ফেলতেন। তাই, সহজে বলা যায়– কুরআনের বিপরীত কথা বা কাজ রসুল (স.)-এর সুন্নাহ হতে পারে না।

তথ্য-৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ ۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا ۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, তা না হলে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ করে বসবে। অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হবে।

(সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ৬)

আয়াতটির শানে নুযুল : বনী মুস্তালিক নামক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে রসুল (স.) সাহাবী অলীদ ইবনে উকবাকে তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠান। তিনি ঐ এলাকায় পৌঁছে কোনো কারণে ভয় পান এবং গোত্রের লোকদের সাথে কথা না বলে ফিরে যান। মদিনায় ফিরে তিনি রসুল (স.)-এর কাছে অভিযোগ করেন যে, লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। রসুল (স.) এ কথা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং ঐ গোত্রকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বা সেনাবাহিনী পাঠান। এ সময় ঐ গোত্রের সরদার হারিছ ইবনে জিরার একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে এসে আল্লাহর কসম খেয়ে রসুল (স.)-কে জানান আমরা

অলীদকে দেখিনি। আর যাকাত দিতে অস্বীকার করা বা হত্যা করতে চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ তথ্য জানার পর রসুল (স.) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

(সিরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-২৩৭, ইবনে কাছীর, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯)

আয়াতটির ব্যাখ্যা : আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– রসুল (স.)-সহ কারো বলা কথা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ হতে শুনলে, প্রথমে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে কথাটির সঠিকত্বের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। তারপর সেটি গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে।

তথ্য-৮

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذۡنِ اللّٰهِ

আমরা এমন কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যাকে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া আনুগত্য করা হবে।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বক্তব্য হলো– আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ ছাড়া রসুল (স.)-এর আনুগত্য করা নিষেধ। অন্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে জানা যায়, আল্লাহর ঐ প্রোগ্রামের প্রধান ৩টি শর্ত হলো–

১. রসুলুল্লাহ (স.)-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করতে হবে।
ব্যাখ্যা কখনও মূল বক্তবের বিপরীত হয় না। সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত হয়। তাই, কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ বা অনুমোদন রসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা যাবে না।

২. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে সেটি বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করতে হবে।

৩. রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন অন্য কারও কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে বিষয়টি সত্যই রসুলুল্লাহ (স.)-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন কি না সেটি যাচাই করে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর অনুসরণ করতে হবে। কারণ শোনা কথা শব্দে শব্দে বলা অসম্ভব। আর কথার ভাবার্থ বলার সময় অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ : قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নিশাপুরী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা সতর্ক থেকো, নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে গেলাম, **তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর নবী (স.)-এর সুন্নাহ।** নিশ্চয় মুসলমান একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং ৩১৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে– কুরআন ও সুন্নাহ জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ ، وَقُرْآنَهُ أَنْ تَقْرَأَهُ (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ) يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

ইমাম বুখারী (রহ.) মূসা বিন আবূ 'আয়িশা (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি ওবায়দুল্লাহ বিন মূসা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– মূসা বিন আবূ 'আয়িশা (রহ.) বলেন, তিনি لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে সা'ঈদ ইব্নু যুবায়র (রা.)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন, ইব্নু 'আব্বাস (রা.) বলেছেন– নবী (স.)-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ করা হতো, তখন তিনি তাঁর ঠোঁট দুটো দ্রুত নাড়াতেন। নবী (স.) ওহী ভুলে যাবার আশঙ্কায় এমন করতেন। তখন তাঁকে বলা হলো, তাড়াতাড়ি ওহী মুখস্থ করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা নাড়বে না। আমরা তোমার সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে এটি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবো। আর যখন পাঠ করা হবে তখন তুমি তার পঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ করবে। আর এর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা তোমার মুখ দিয়ে বর্ণনা করাবো। (কুরআনের বাণী– নিশ্চয় এ কুরআন মুখস্থ ও পাঠ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই আমি যখন তা পাঠ করবো তখন তুমি তার পঠন পদ্ধতিটা অনুসরণ করবে। অতঃপর এর ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আমাদের)।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৬৪৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা আল্লাহর অনুমতিক্রমে জিব্রাইল (আ.) নিজে রসুল (স.)-কে বুঝিয়ে দিয়েছেন। জিব্রাইল (আ.)-এর শেখানো ব্যাখ্যা অবশ্যই নির্ভুল। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم... ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ **فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ** وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন– তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি (স.) আরও বলতেন– আমি ও ক্বিয়ামাত এ দুটির মতো (স্বল্প ব্যবধান) প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল মিলিয়ে দেখাতেন। তিনি (স.) আরও বলতেন– **অতঃপর অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো 'মুহাম্মাদ'-এর পথ।** অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। তিনি আরও বলতেন– আমি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২০৪২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব' অংশের ব্যাখ্যা : মানবজীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক (Theoretical) শিক্ষা ধারণকারী সর্বোত্তম গ্রন্থ হলো আল কুরআন।

'আর সর্বোত্তম পথ হলো 'মুহাম্মাদ'-এর পথ' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআনের বাস্তবায়ন (Application) পদ্ধতি শেখার সর্বোত্তম উপায় হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর ফে'য়লী সুন্নাহ (ফে'য়লী হাদীস)।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي... ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ **إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ** وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ...

ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) তাঁর খুতবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। **নিশ্চয় একমাত্র সত্য বাণী হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো 'মুহাম্মাদ'-এর প্রদর্শিত পথ।** আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে।

- আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৮৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় একমাত্র সত্য বাণী হলো আল্লাহর কিতাব' অংশের ব্যাখ্যা : মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক (Theoretical) শিক্ষা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন।

'সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ' অংশের ব্যাখ্যা : কুরআনের বাস্তবায়ন (Application) পদ্ধতি শেখার সর্বোত্তম উপায় হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর ফে'য়লী সুন্নাহ (ফে'য়লী হাদীস)।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিতগুলোসহ কুরআন, হাদীস ও যুক্তির আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. সুন্নাহ জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত একটি প্রমাণিত উৎস। তবে এটি মূল উৎস নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।

২. মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক (Theoretical) শিক্ষা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বাস্তবায়ন (Application) পদ্ধতি শেখার সর্বোত্তম উপায় হলো ফে'য়লী সুন্নাহ (ফে'য়লী হাদীস)।

৩. সুন্নাহ তথা নির্ভুল হাদীস কুরআনের তথ্যের বিপরীত হবে না। সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত হতে পারবে।

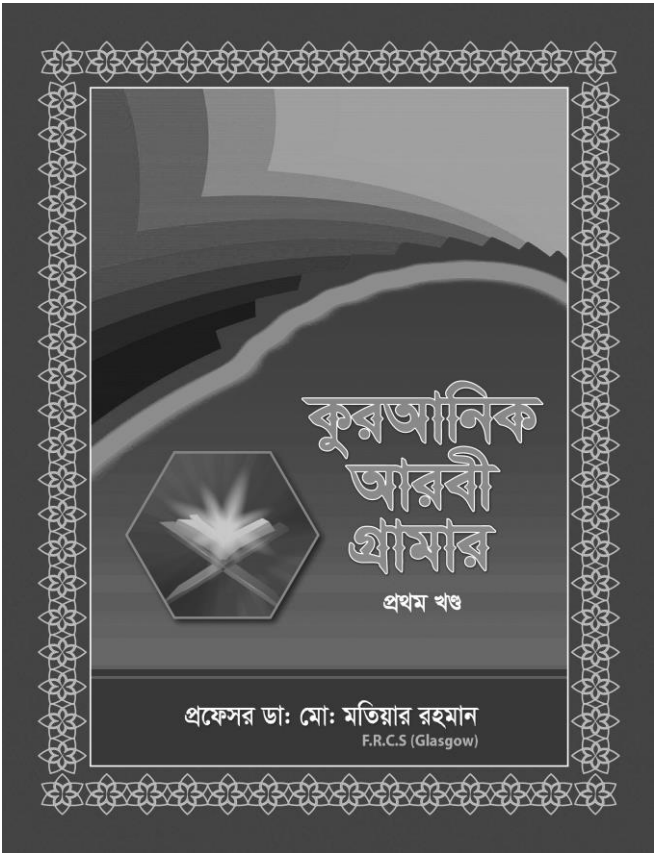

আকল/Common sense/বিবেক জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ার প্রমাণ

যুক্তি

যুক্তি-১

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রুগি হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর (রোগ-জীবাণু) জিনিস প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য এক মহাকল্যাণকর দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। যুক্তির আলোকে তাই সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর

দারোয়ান হলো– আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি, কাণ্ডজ্ঞান বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

যুক্তি-২

মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের অন্য ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান থাকার বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সহজে প্রতীয়মান হবে যে– অন্য ধর্মগ্রন্থের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান রাখা মুসলিমের সংখ্যা শতকরা প্রায় শূন্যজন। তাহলে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা শতকরা কতজন ব্যক্তির কুরআন ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞানার্জন করা উচিৎ বলে নিম্নের কোনটি দাবি করা যেতে পারে?

১. ৫০ জন
২. ১০ জন
৩. প্রায় শূন্যজন
৪. বলা কঠিন

নিশ্চয় আপনারা সকলে বলবেন– প্রায় শূন্যজন।

কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম ঘরে জন্মায় না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান। তাহলে, ইসলাম মানার ভিত্তিতে বিচার করা (শেষ বিচার) ন্যায়বিচার হওয়ার জন্য সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানতে পারার কোনো একটি উৎস থাকা–

১. উচিৎ
২. উচিৎ না
৩. অবশ্যই উচিৎ
৪. বলা কঠিন

নিশ্চয় আপনারা সকলে বলবেন– অবশ্যই উচিৎ।

শেষ বিচার অবশ্যই ন্যায়বিচার হবে। কারণ, ঐ বিচারের বিচারক হবেন স্বয়ং মহান আল্লাহ। তাই, এ যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের একটি উৎস জন্মগতভাবে সবাইকে মহান আল্লাহর দেওয়ার কথা; আর তিনি তা দিয়েছেনও বটে। সে উৎসটিই হলো– আকল/Common sense/ বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

যুক্তি-৩

কুরআন পড়তে গেলে দেখা যায়, কয়েক আয়াত পর পর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন হলো– সর্বজ্ঞানী আল্লাহ মানুষকে

জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান শেখাচ্ছেন কুরআনের মাধ্যমে। তাহলে মানুষ কীভাবে আল্লাহর করা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো– মহান আল্লাহর জানা আছে যে, তিনি মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। তাঁর করা প্রশ্নের উত্তর মানুষ ঐ উৎসের জ্ঞানের আলোকে দিতে পারবে। আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে জন্মগতভাবে দেওয়া জ্ঞানের সেই উৎসটিই হলো– আকল/Common sense/বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল কুরআন
তথ্য-১

... ... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

... ... আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার কাছে পৌঁছায়।

(সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ১৫)

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি যতক্ষণ না কোনো সতর্ককারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

(সুরা আশ শু'আরা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ .

এটি (দ্বীন জানিয়ে দেওয়া) এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুম করেন না।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

এ ৩টি আয়াত হতে জানা যায়– যে ব্যক্তি ইসলাম কোনোভাবে জানতে পারেনি তাকে ইসলাম পালন না করার জন্য অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা শাস্তি দেবেন না। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ও বড়ো হওয়া মানুষের কুরআন ও হাদীস পড়ে বা বাবা, মা, ভাই, বোনের কাছে থেকে ইসলাম সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না। তাই, তথ্য তিনটির আলোকে বলা যায়– মুসলিম ও

অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানার একটি ব্যবস্থা মহান আল্লাহ অবশ্যই করেছেন।

সে ব্যবস্থা হলো– মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি উৎস দেওয়া। সে উৎসটিই হলো আকল, Common sense, বিবেক। যারা জন্মের স্থানের কারণে কোনভাবেই ইসলাম জানতে পারেনি তাদেরকে এ উৎসটির শিক্ষা মানা বা না মানার ভিত্তিতে পরকালে বিচার করা হবে।

তথ্য-২

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ .

অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (পূর্ববতী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?

(সুরা আল আরাফ/৭ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রুহের জগতে সকল মানব রূহ থেকে আল্লাহকে রব হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি জানানোর মাধ্যমে অঙ্গীকার নেওয়ার অন্য বিষয় কী ছিল তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা কোনো মানুষের থাকবে না। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানানো অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি হলো– দুনিয়া থেকে ফিরে এসে কিয়ামতের দিন মানুষ যেন আল্লাহর কাছে এটি বলে আবেদন করতে না পারে যে, "রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানা না থাকায় বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীরা যে সকল শিরক করতো, অন্ধঅনুসরণ (তাকলীদ) করে আমরা তা করেছি। অতএব পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের গুনাহর কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।" এ আবেদন করার সুযোগ থাকলে ঐ সকল শিরকের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচার হয় না।

কোনো বিষয়ে একজন মানুষের অন্যের অন্ধঅনুসরণ করা লাগে ঐ বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান না থাকলে। তাই বলা যায়, এ আয়াতে রুবুবিয়াতের তৃতীয় একটি বিষয় সম্পর্কে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল এভাবে– মহান আল্লাহ বলেছিলেন বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধঅনুসরণ করলে নানা

ধরনের শিরক করে মানুষকে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করতে হবে। আর পরকালে এসে ধ্বংস তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, রুবুবিয়াতের বিষয়ে অন্যের অন্ধঅনুসরণের মাধ্যমে শিরক (ও অন্য বড়ো গুনাহ) করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি জ্ঞানের উৎস আমি দেবো যা সকলের কাছে সবসময় থাকবে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার সময় ঐ উৎসের রায়কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার সকলের কাছে চাচ্ছি। সকল মানব রূহ এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহকে দিয়েছে।

তথ্য-৩

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানবজাতিকে 'ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছেন? প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন। অর্থাৎ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে– বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শিখিয়েছেন।

এ ব্যাখ্যা সঠিক ধরলে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন আসে তা হলো– শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানবজাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শেখানো মহান আল্লাহর মতো সত্তার মর্যাদার সাথে মানায় কি? প্রশ্নটির সহজ উত্তর হলো– অবশ্যই মানায় না।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা : মানবজীবনের সকল কাজ চারভাগে বিভক্ত–

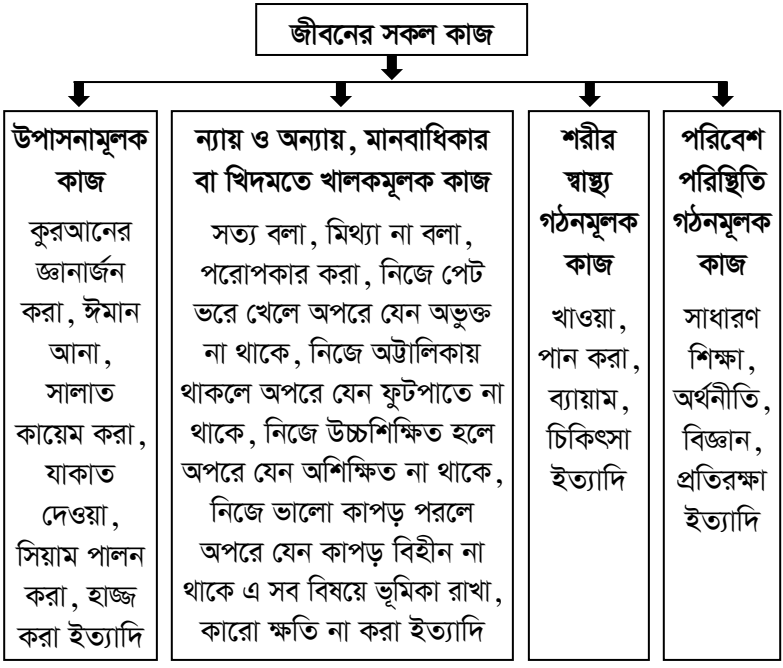

মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, মানবাধিকার বা খিদমতে খালক বিভাগের বিষয়গুলো গুণবাচক বিষয়।

আরবি ভাষায় 'ইসম' চার শ্রেণিতে বিভক্ত-

১. বিশেষ্য/Noun (নামবাচক ইসম)
২. বিশেষণ/Adjective (গুণবাচক ইসম)
৩. সর্বনাম/Pronoun
৪. ক্রিয়া বিশেষণ/Adverb

তাই, আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো– মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে সকল মানব রূহকে মানবজীবনের গুণবাচক ইসম তথা মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা, ন্যায়-নীতি বা বান্দার হক ধরনের সকল বিষয় শেখান। অর্থাৎ সত্য বলা উচিত, মিথ্যা বলা নিষেধ, মানুষের উপকার করা ভালো, ক্ষতি করা নিষেধ, ঘুষ খাওয়া নিষেধ, অন্যায় হত্যা নিষেধ, চুরি ও ডাকাতি করা নিষেধ, মানুষের সম্পদ ফাঁকি দেওয়া নিষেধ, অভাবীদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের জন্য সাহায্য করা উচিত, অহেতুক গালাগালি করা নিষেধ ইত্যাদি বিষয়গুলো শেখান।

আর তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো– আকল, Common sense, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে আগে জানতো না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। আয়াতটিতে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তির করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে আগেই (জন্মগতভাবে) দিয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহ-এ এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নাহ-তে ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত হতে সরাসরি জানা যায় না। তবে ৩নং তথ্যের আয়াতটি হতে আমরা জেনেছি যে– রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় যে, ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫নং তথ্যের আয়াতগুলোর মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৫

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭ ও ৮)

ব্যাখ্যা : ৮নং আয়াতটি হতে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল

পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ৪নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মেলালে বলা যায় যে– রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো আকল, Common sense, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৬

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا ؕ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

অতএব তুমি সঠিকভাবে নিজেকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। (ইসলামী জীবনব্যবস্থা) এটি আল্লাহর প্রকৃতি। যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা নেই। এটা স্থায়ী জীবনব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

(সুরা রুম/৩০ : ৩০)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

'(ইসলামী জীবনব্যবস্থা) আল্লাহর ফিতরাত' অংশের ব্যাখ্যা– বিখ্যাত আরবী অভিধান (Al-Mawrid)-এ উল্লিখিত ফিতরাত (فطرت) শব্দের অনেক অর্থের কয়েকটি হলো–

- প্রকৃতি (Nature)
- স্বভাব
- স্বজ্ঞা
- নৈসর্গিক জ্ঞান
- সহজাত।

তাই, ফিতরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী 'ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর স্বজ্ঞা তথা নিজস্ব জ্ঞানে প্রণয়ন করা' কথাটি আলোচ্য আয়াতাংশের একটি শিক্ষা।

'যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল জ্ঞান দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞান তথা জ্ঞানের উৎস হলো বিবেক, বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আয়াতটির এ অংশের শিক্ষা হলো– আল্লাহর জ্ঞান তথা কুরআনের জ্ঞান এবং অবদমিত নয় এমন আকল/Common sense/বিবেকের তথ্য অভিন্ন।

তথ্য-৭

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.

আর না, আমি কসম করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

(সুরা আল কিয়ামাহ/৭৫ : ২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে অন্যায় কাজ করলে ভেতরে ভেতরে মানুষকে তিরস্কার করে। অন্যায় কাজ করার জন্য তিরস্কার করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে কোনটি অন্যায় ও কোনটি ন্যায়। তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনের ঐ শক্তিকেই বলে আকল, Common sense, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিতগুলোসহ আরও আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো আকল, Common sense, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল হাদীস

হাদীস-১.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭১৮১।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আরবি অভিধান অনুযায়ী ফিতরাত শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রধান তিনটি হলো–

১. স্বজ্ঞা (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান)
২. নৈসর্গিক জ্ঞান (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান)
৩. প্রকৃতি (সৃষ্টিগতভাবে পাওয়া বিষয়সমূহ)।

তাই ফিতরাত শব্দের আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে হাদীস ২টি হতে জানা যায়– প্রত্যেক মানব শিশু আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ তাকে বিপরীত জ্ঞান শিখিয়ে অন্য ধর্মে নিয়ে যায়। মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত ও জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো আকল/Common sense/বিবেক।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَف.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

'মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ' অংশের ব্যাখ্যা– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. খনি থেকে তোলার পর থেকেই রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি থাকে।

২. খাদ পরিষ্কার করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে কিন্তু রৌপ্যের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে।

৩. অলংকার তৈরি করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। তবে রৌপ্যের অলংকারের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের অলংকারের মূল্য অধিক বাড়ে।

মানুষের খনি হলো মায়ের পেট (পেটে থাকা জরায়ু)।

তাই, হাদিসটির এ অংশের মাধ্যমে মানুষ সম্পর্কে যে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো–

১. মানুষ মর্যাদার পার্থক্য নিয়েই মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ঠ হয়।

২. এ পার্থক্য চেহারা, গায়ের রং, ভাষা, দেশ ইত্যাদি দিয়ে নির্ধারিত হয় না। এটি নির্ধারিত হয় মানুষের জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে।
৩. যে অধিক শক্তিশালী আকল/Common sense/বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম হতেই বেশি মর্যাদাশীল।
৪. যে কম শক্তিশালী আকল/Common sense/বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম হতেই কম মর্যাদাশীল।
৫. যেকোনো সত্য জ্ঞান যুক্ত হলে আকল/Common sense/বিবেক জন্মগত (বুনিয়াদি/ভিত্তি) মান হতে উৎকর্ষিত হয়। তবে যে অধিক শক্তিশালী বুনিয়াদি উৎস নিয়ে জন্মায় তারটি বেশি উৎকর্ষিত হয়।
৬. যেকোনো মিথ্যা জ্ঞান উৎসটির মান জন্মগত (বুনিয়াদি/ভিত্তি) অবস্থা হতে অবদমিত করে।

'জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে' অংশের ব্যাখ্যা–

এ অংশটিকে হাদিসটির প্রথমাংশের বক্তব্যের ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য বলা যায়। এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. জাহেলী সমাজের অধিক শক্তিশালী আকল/Common sense/ বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি যদি সে সমাজে থাকা সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তার জ্ঞানের শক্তিটিকে উৎকর্ষিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলে, তবে সে তার সমাজের অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল/ মানবতাবাদী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।
২. ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নার জ্ঞানের মাধ্যমে তার আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল/মানবতাবাদী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

তাই, এ হাদীসটিরও একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/ বিবেক মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া একটি জ্ঞানের উৎস তথা বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... ...

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ

. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তার 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী)। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন– তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবী'র পুত্র, আল্লাহর নবী'র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলীযুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলো, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩১৯৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী)' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহ সচেতনতা অর্জিত হয় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে। আবার ১.১, ১.২ ও ২নং হাদীস অনুযায়ী আকল/Common sense/বিবেকের জ্ঞান হলো জন্মগতভাবে লাভ করা জ্ঞান। অর্থাৎ মহান আল্লাহ হতে মানুষের সর্বপ্রথম পাওয়া জ্ঞান বা ভিত্তি/বুনিয়াদি জ্ঞান। এটি সকল মানুষের মধ্যে সবসময় থাকে।

'জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে' অংশের ব্যাখ্যা : ২নং হাদীসটির অনুরূপ।

তাই, এ হাদীসটিরও একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/ বিবেক, মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি উৎস। অর্থাৎ এটি জ্ঞানের বুনিয়াদি/ভিত্তি উৎস।

হাদীস-৪

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ وَ اَبِىْ اُسَيْدٍ ... ... اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَاَنَا اَوْلاَ كُمْ بِه . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدُكُمْ مِنْهُ .

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ'মের থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে কোনো বর্ণনা শোনো তখন যেটা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক সম্মত হয়) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) নরম হয় (গ্রহণ করে) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মনের নিকটতর তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক নিকটতর।

আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো বর্ণনা শোনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) বিমুখ হয় (গ্রহণ করে না) এবং তোমরা অনুভব করো যে, তা তোমাদের মন হতে দূরে তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক দূরে ।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৬০০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায় মানুষের মনে একটি ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি আছে, যেটি হাদীস শুনলে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল তা

বুঝতে পারে। মানুষের মনের এই ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তিই হলো– আকল/Common sense/বিবেক/আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) নাওয়াস বিন সিম'আন আল-আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– নাওয়াস বিন সিম'আন আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রসুলুল্লাহ (স.) বললেন– নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার সদরে (ব্রেইনের সম্মুখ অংশে অবস্থিত মনে) সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৬৮০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পাপ তথা ভুল কাজ করার পর মনে সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি পাপ তথা ভুল। তাই, হাদীসটির শেষের বক্তব্য থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা পাপ তথা ভুল বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা এই জ্ঞানের শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/ বিবেক/আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীস-৬

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ .قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ ... ...

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়ে-চড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। ... ...

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৭৭৭৭।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকেও জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা ন্যায় ও অন্যায় বুঝতে পারে। আর ঐ শক্তি সম্মতি না দিলে কারো ফতোয়া যাচাই না করে মানা নিষেধ। মানব মনে থাকা সেই শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/ বিবেক/আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ... عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لاَ أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي. قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ.

ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। ... ... তখন রসূল (স.) দুইবার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসূল (স.) বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার মাথার সম্মুখভাগে (সদর/কপাল) মারলেন এবং বললেন– তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের (মন) কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/ বিবেক) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯
- হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান
- হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ৬নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৮

أخرج الحاكم رحمه الله ... ... عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : كرم المؤمن دينه و مروءته عقله و حسبه خلقه .

ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন। যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানোর শক্তি হলো তার আকল/Common sense/বিবেক। আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র।

- আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৪২৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ীও আকল/Common sense/বিবেক হলো ইসলামকে বোঝার জন্য জ্ঞানের একটি শক্তি/উৎস।

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন সালাম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে বুঝের শক্তি দেওয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– আকল, বন্দিমুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির দিয়ে হত্যা না করা বিষয়ক (কিছু হাদীস)।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় সাহাবী-যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল– আল্লাহর কিতাব, মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া বুঝের শক্তি। অর্থাৎ আকল/Common sense/বিবেক সম্পর্কিত কিছু তথ্য এবং কিছু হাদীস।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী মানুষকে তিনটি জ্ঞানের উৎস দেওয়া হয়েছে– কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও আকল/Common sense/বিবেক।

মনীষীগণের বক্তব্য

মনীষীর বক্তব্য-১

وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعنى بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات.

আকল, মানুষের এরূপ একটি শক্তি যা দিয়ে মানুষ জ্ঞান ও অনুভবের যোগ্যতা রাখে। শাস্ত্রবিদদের এ বিষয়ে ব্যবহার করা غريزة শব্দটির এটাই অর্থ (স্বজ্ঞা/বিবেক/অন্তর্দৃষ্টি/Instinct/Drive/Common sense)। (এটি) এরূপ এক স্বভাবজাত শক্তি, জ্ঞানার্জনের উপকরণগুলো সুস্থ থাকলে যা দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

{আল্লামা সা'আদুদ্দীন তাফতাজানী, *শারহু আকাইদ আন-নাসাফী*, (মিশর : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আঝহার, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২০।}

মনীষীর বক্তব্য-২

জ্ঞানার্জনের মূলনীতি তিনটি। ওহী, অনুভূতি ও আকল।

(ইমাম গাযালী রহ., *আল-ইসলাম ওয়াত ত্বায়াকাত আল-মুআত্তালাত*, মিশর: দারু নাহদাহ, খ. ১. পৃ. ৭৫)

মনীষীর বক্তব্য-৩

ইলম অর্জনের উৎস তিনটি। আল-কুরআনুল কারীম, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আকল ও অনুভূতি-চেতনা।

(আলী ইবন নায়িফ আশ-শুহুদ, *মাওসূআতুল বুহুস ওয়াল মাকালাত আল-ইলমিয়্যাহ*, ভুক্তি– মাসাদিরুল ইলম ফীল ইসলাম, পৃ. ১)

মনীষীর বক্তব্য-৪

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন– জ্ঞানার্জনের উৎস তিনটি। কুরআন, সুন্নাহ, বিবেক।

(মাজাল্লাতুল বায়ান, খ. ৬৫, পৃ. ৩০)

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত কুরআন, হাদীস, যুক্তি ও মনীষীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. আকল/Common sense/বিবেক জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

২. উত্তরাধিকারসূত্রে (Heriditerily) কারো আকল/Common sense/বিবেক অধিক এবং কারো কম শক্তিশালী।

আকল/Common sense/বিবেক প্রমাণিত না অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান

যুক্তি

বাস্তবে দেখা যায়– কিছু মানুষের আকল/Common sense/বিবেকের রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হয়। আবার কারো কারো আকল/Common sense/বিবেকের রায় অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়। বাস্তবে এটাও দেখা যায় যে– মানুষের আকল/Common sense/বিবেকের এই পরিবর্তন হয় শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবে। তাই যুক্তির আলোকে আকল/Common sense/বিবেক প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

আল কুরআন

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৯, ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটি হতে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হতে পারে। তাই আকল/Common sense/বিবেক হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান। তবে, একই উৎস থেকে আসার কারণে ভুল হওয়ার তুলনায় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ফিতরাত অর্থ Instinct/স্বজ্ঞা/নিজস্ব জ্ঞান/নৈসর্গিক জ্ঞান/আকল/বিবেক তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। হাদীসটি থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক আকল/Common sense/বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাই, হাদীসটির একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই আকল/Common sense/বিবেক অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল,

দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৬৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়– সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে জন্মগতভাবে কোনো মানুষ বেশি এবং কোনো মানুষ কম মর্যাদাবান হয়। আবার সত্য জ্ঞান যোগ হলে উৎসটি উৎকর্ষিত ও মিথ্যা জ্ঞান যোগ হলে উৎসটি অবদমিত হয়। তাই এ হাদীসটিরও একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/বিবেক অপ্রমাণিত জ্ঞান।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তার 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী)। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন– তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবী'র পুত্র, আল্লাহর নবী'র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলীযুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১৯৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৬৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়– জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে কোনো মানুষ বেশি এবং কোনো মানুষ কম মর্যাদাবান হয়। আবার সত্য জ্ঞান যোগ হলে উৎসটি উৎকর্ষিত ও মিথ্যা জ্ঞান যোগ হলে উৎসটি অবদমিত হয়। তাই এ হাদীসটিরও একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/বিবেক অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির গুরুত্ব

আমরা এখন যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির গুরুত্ব জানার চেষ্টা করবো।

ক. জ্ঞানের উৎস হিসেবে আল কুরআনের গুরুত্ব

যুক্তি

পৃথিবীতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য মূলগ্রন্থ (Text book) ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। তবে মূলগ্রন্থ সবসময় ব্যাখ্যাগ্রন্থ হতে বেশি গুরুত্ব পায়। আর যৌক্তিক বলেই মানুষ মূলগ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দেয়। ইসালামী জ্ঞানের মূলগ্রন্থ (Text book) হলো আল কুরআন। আর হাদীস বা সুন্নাহ হলো আল কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, যুক্তি অনুযায়ী হাদীস হতে অধিক গুরুত্ব পাবে কুরআন।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا.

... ... আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব (কুরআন), তাঁর রসূলগণ (সুন্নাহ) ও পরকালকে অবিশ্বাস করবে; সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৩৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির একটি শিক্ষা হলো– যে কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও ব্যবহার করে না সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে।

তথ্য-২

... ...وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

... ... আর কেউ আল্লাহ (কুরআন) এবং তাঁর রসূলকে (সুন্নাহ) অমান্য করলে সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে।

(সুরা আল আহযাব/৩৩ : ৩৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির একটি শিক্ষা হলো– যে কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও ব্যবহার করে না সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে।

তথ্য-৩

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ... ... ...

রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (Manual) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষাধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা: আয়াতটি হতে জানা যায়– কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত অন্য দুটি উৎসের জ্ঞানসহ যেকোনো জ্ঞানের সত্য-মিথ্যা যাচাই করার মানদণ্ড হলো কুরআন।

তথ্য-৪

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ.

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শোনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে কিতাব এবং প্রজ্ঞা শেখায়; যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।

(সুরা আল জুমু'আহ/৬২ : ২)

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ.

অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখায়, যদিও তারা এর পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্ট ছিল।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৬৪)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ یُزَكِّیْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ .

(ইব্রাহীম বলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রসূল পাঠান, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াত পাঠ করে শুনাবেন, কিতাব এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন; নিশ্চয় আপনি মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১২৯)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

যেমন (ঐ কল্যাণের বিশেষ একটি হলো) আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শুনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে জানতে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৫১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত চারটিতে রসুলগণকে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী জনশক্তি তৈরি করার কর্মপদ্ধতিগুলো আল্লাহ তা'য়ালা গুরুত্বের ক্রমানুসারে জানিয়ে দিয়েছেন। আর রসুলগণ সে কর্মপদ্ধতি অনুযায়ীই কাজ করেছেন।

কর্মপদ্ধতিগুলো হলো–

১. কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনানো

রসুলগণ সাহাবীদেরকে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। এ থেকে সাহাবীগণ আল্লাহর কিতাবের অধিকাংশ বক্তব্য সাধারণভাবে জেনে ও বুঝে যেতেন। কারণ, সকল কিতাব রসুলগণের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।

২. পরিশুদ্ধ করা

রসুলগণ কিতাবের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে ঈমানদারদের জীবন ঢেলে সাজাতেন।

৩. কিতাব শিক্ষা দেওয়া

তেলাওয়াত শোনার পর আল্লাহর কিতাবের যে বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো সেগুলো রসুলগণ কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।

৪. প্রজ্ঞা (হিকমাহ/বিচক্ষণতা) শিক্ষা দেওয়া

এ বিষয়টির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো– রসূলগণ কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ, সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে

আকল/Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত করার মাধ্যমে অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উন্নত করার পদ্ধতি শেখাতেন।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল কুরআনের যে চারটি স্থানে রসুলগণের মাধ্যমে মানুষ গঠনের এ ৪টি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে ২, ৩ ও ৪ নং ধারার বিষয়গুলোর ক্রম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ১ নং ধারার বিষয়টি (আল্লাহর কিতাবের সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া) সকল স্থানে ১ নং অবস্থানে রয়েছে। মহান আল্লাহর এ উপস্থাপন পদ্ধতির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– একজন মু'মিনের সর্বপ্রথম, এক নম্বর, সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ, সাওয়াব বা মর্যাদার কাজ হলো আল্লাহর কিতাব কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতসমূহের ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়– আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎসের মধ্যে কুরআন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

ইমাম বুখারী (রহ.) ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শেখায়।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫০২৭ ।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বলা হয়েছে– যে কুরআনের জ্ঞানার্জন করে এবং অপরকে কুরআনের জ্ঞান শেখায় সে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞানের গুরুত্ব অন্য সকল জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ،

وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০৩।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসুল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি তথা রসুলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস।

তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসুল (স.)-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে বিশ্বাস না করে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। আর তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– হাদীসসহ যেকোনো জ্ঞান হতে অপরিসীমভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কুরআন।

হাদীস-৩

أخرج الإمام الترمذي ... ...عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আল্লাহ বলেছেন– যারা কুরআন (গবেষণা) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক্‌র ও আমার

কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না, আমি তাদেরকে দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। **আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।**

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৯২৬।
- হাদীসটির সনদ মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞানের গুরুত্ব অন্য যেকোনো উৎসের জ্ঞানের তুলনায় অপরিসীমভাবে বেশি।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ **يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ** فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ ... ...

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারিস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করেছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য

উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন... ... ... ।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯০৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির 'তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' অংশ হতে জানা যায়– হাদীসসহ যেকোনো বিষয়ের জ্ঞানের নির্ভুলতা যাচাই করার মানদণ্ড কুরআন। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানের গুরুত্ব অন্য যেকোনো উৎসের জ্ঞানের গুরুত্বের তুলনায় অপরিসীমভাবে বেশি।

চূড়ান্ত রায় : কুরআন, হাদীস ও যুক্তির উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির মধ্যে কুরআনের গুরুত্ব অন্য দুটি উৎসের গুরুত্ব হতে অপরিসীমভাবে বেশি।

খ. জ্ঞানের উৎস হিসেবে সুন্নাহ-এর গুরুত্ব

যুক্তি

পৃথিবীতে ব্যাবহারিক (Applied) বিষয় শেখানোর জন্য মূলগ্রন্থ (Text book) এবং ব্যাবহারিক (Applied/Operative) গ্রন্থ আছে। তবে চিরসত্য কথা হলো– ব্যাবহারিক গ্রন্থের সহায়তা ছাড়া শুধু মূলগ্রন্থ পড়ে কোনো ব্যাবহারিক বিষয় শেখা অসম্ভব।

এ বিষয়ে ২টি উদাহরণ–

১. **শল্যবিদ্যা (Surgery)**

শল্যবিদ্যায় মূলগ্রন্থ (Text book) এবং ব্যাবহারিক গ্রন্থ (Operative surgery) আছে। মূলগ্রন্থে অপারেশনের তাত্ত্বিক দিককে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা থাকে। কিন্তু ব্যাবহারিক দিকের আলোচনা খুব সংক্ষিপ্তভাবে থাকে। তাই, ব্যাবহারিক গ্রন্থ (Operative surgery) না পড়ে শুধু মূলগ্রন্থ পড়ে অপারেশন শেখা যায় না।

২. কম্পিউটার বিজ্ঞান

কম্পিউটার বিজ্ঞান গ্রন্থের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অংশ থাকে। তবে, শুধু তাত্ত্বিক অংশ পড়ে কেউ কম্পিউটার পরিচালনা শিখতে পারবে না এবং বাস্তবে কম্পিউটার পরিচালনাও করতে পারবে না।

আল কুরআন হলো ইসলামের মূলগ্রন্থ (Text book)। আর হাদীসগ্রন্থ হলো ইসলামের ব্যাবহারিক গ্রন্থ। হাদীসগ্রন্থে মহান আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কুরআনের বিষয়গুলো যেভাবে বাস্তবে পালন করেছেন তা লিপিবদ্ধ আকারে আছে। তাই, শুধু কুরআন পড়ে তাত্ত্বিকভাবে ইসলাম শেখা গেলেও বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে পালন করা যাবে না। আর তাই, যুক্তি অনুযায়ী ইসলাম যথাযথভাবে পালন করতে হলে সুন্নাহ জানা ও মানা বিশষ গুরুত্বপূর্ণ।

আল কুরআন

তথ্য-১

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ... ...

যে রসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো ... ...।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৮০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– সুন্নাহ জানা ও মানার গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য-২

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

... ... আর যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব (কুরআন), রসূলগণ (সুন্নাহ) ও পরকালকে বিশ্বাস করে না সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৩৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির একটি শিক্ষা হলো– যে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও ব্যবহার করে না সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে।

তথ্য-৩

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

... ... আর কেউ আল্লাহ (কুরআন) এবং তাঁর রসূলকে (সুন্নাহ) অমান্য করলে সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে। (সুরা আহযাব/৩৩ : ৩৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির একটি শিক্ষা হলো– যে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও ব্যবহার করে না সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ ... ... يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ ... ...

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নিশাপুরী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ... ... হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে গেলাম, **তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞানার্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর নবী (স.)-এর সুন্নাহ।** ... ...

- আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং ৩১৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় যে– কুরআন ও সুন্নাহ জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-২.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم... ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ **وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ** وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা

(ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন– তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত হবে। তিনি (স.) আরও বলতেন– আমি ও ক্বিয়ামাত এ দুটির মতো (স্বল্প ব্যবধান) প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল মিলিয়ে দেখাতেন। তিনি (স.) আরও বলতেন– অতঃপর অবশ্যই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং **সর্বোত্তম পথ হলো 'মুহাম্মাদ'-এর পথ।** অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। ... ...

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২০৪২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي... ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ **وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ** وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ... ... ...

ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) তাঁর খুতবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন– আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। নিশ্চয় একমাত্র সত্য বাণী হলো আল্লাহর কিতাব, **আর সর্বোত্তম পথ হলো 'মুহাম্মাদ'-এর প্রদর্শিত পথ।** আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। ... ...

- আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৫৮৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দুটির 'সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ' অংশ হতে জানা যায়– কুরআনের তথ্যের বাস্তবায়ন (Application) পদ্ধতি শেখার সর্বোত্তম উপায় হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর ফে'য়লী সুন্নাহ (ফে'য়লী হাদীস)।

চূড়ান্ত রায় : উল্লিখিতগুলোসহ কুরআন, হাদীস ও যুক্তির আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– সুন্নার জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ. জ্ঞানের উৎস হিসেবে আকল/Common sense/বিবেকের গুরুত্ব

যুক্তি

যুক্তি-১

একজন মানুষকে যদি বলা হয় তোমার General knowledge (অর্জিত সাধারণ জ্ঞান) নেই। তবে সে তত মন খারাপ করবে না। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় তুমি Non-sense (তোমার Common sense নেই) তাহলে মারামারি আরম্ভ হয়ে যাবে। এ থেকে বোঝা যায় মানুষ Common sense-কে মর্যাদার প্রতীক মনে করে।

যে বিষয়টিকে মানুষ মর্যাদার প্রতীক মনে করে সেটি নিশ্চয় ছোটোখাটো কোনো বিষয় হবে না। সেটি হবে মানব জীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই যুক্তির এ দৃষ্টিকোণ হতে Common sense মানবজীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যুক্তি-২

জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তে আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করছি। অন্য কথায় আকল/Common sense/ বিবেক ব্যবহার না করে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। যে বিষয়টি ব্যবহার না করলে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে চায়। তাই যুক্তির এ দৃষ্টিকোণ হতেও আকল/Common sense/বিবেক মানবজীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যুক্তি-৩

জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological system) নামক দারোয়ান অবদমিত হলে বা কাজ না করলে মানুষের জীবন মহা অশান্তিময় হয়। এর উদাহরণ হলো– AIDS রোগ। AIDS হলে

জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামক দারোয়ান অবদমিত হয়। তাই, যে সকল ছোটো জীবাণু সাধারণ অবস্থায় রোগ সৃষ্টি করার কথা নয় সেগুলোও রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং সে রোগে মানুষ মারা যায়। তাই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের রাজ্যে ভুল ঢোকা প্রতিরোধ করার দারোয়ান– আকল/Common sense/বিবেক অবদমিত হলে বা কাজে না লাগালে ছোটো শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে দিতে এবং জ্ঞানকে লন্ড-ভন্ড করে দিতে সক্ষম হয়।

বর্তমান মুসলিম জাতি আকল/Common sense/বিবেককে শুধু অবদমিতই করেনি জ্ঞানের উৎসের তালিকা হতে বাদ দিয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান মুসলিম জাতি জ্ঞানের কঠিনতম AIDS রোগে আক্রান্ত। তাই, ছোটো শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে তাদের জ্ঞানের রাজ্যকে লন্ড-ভন্ড করে দিয়েছে। তাই যুক্তির এ তথ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আকল/Common sense/বিবেক সকল মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া অতিবড়ো এক নিয়ামত।

♣♣ যুক্তির এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায় মানবজীবনে আকল/Common sense/বিবেকের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল কুরআন

তথ্য-১

আল কুরআনে আকল (عَقْلٌ) শব্দটি ৪৯ বার এসেছে। এর মধ্যে ২২ জায়গায় মহান আল্লাহ মানুষকে তিরস্কার করেছেন আকল খাটিয়ে আল কুরআন তথা ইসলাম না জানা বা না বোঝার জন্যে। বাকি ২৭ জায়গায় তিনি কুরআন তথা ইসলামের বক্তব্যকে আকল খাটিয়ে জানতে ও বুঝতে উপদেশ বা নির্দেশ দিয়েছেন অথবা অন্যভাবে আকলের কথা উল্লেখ করেছেন। যে বিষয়টি ব্যবহার না করার জন্য আল কুরআনে ২২ বার মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে সেটি নিশ্চয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-২

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও

তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। কারণ, তাদের অধিকাংশই জাহেলী ভাবধারায় চলা ব্যক্তি।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা হলো আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম। আর জাহেলী ভাবধারায় চলা হলো আকল/Common sense/বিবেক না ব্যবহার করে চলা।

তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা আকল/Common sense/বিবেক কাজে লাগায় না– সামনে ফেরেশতা উপস্থিত হলে, মৃতরা তাদের সাথে কথা বললে বা সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হলেও আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ঈমান আনতে পারবে না। যে বিষয়টিকে ব্যবহার না করলে মানুষ কোনোভাবে ঈমান আনতে পারবে না সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

তথ্য-৩

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন মন (মনে থাকা Common sense) সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ হতে জানা যায় ভ্রমণ করলে এমন আকল/Common sense/বিবেকের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়। এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

..... فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ .

প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনের সম্মুখ অংশে থাকা মনে অবস্থিত আকল/Common sense/বিবেকে একটি বিষয়

সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি দেখে বা শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ–

উদাহরণ-১

রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগি দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না। এ চিরসত্য কথাটি সকল চিকিৎসক জানে।

উদাহরণ-২

একটি শিশু যে কখনো আপেল দেখেনি, আপেল দেখানোর পর নাম শিখিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে আপেল দেখে নাম বলতে পারে না। কারণ, দেখানো ফলটির নাম তার ব্রেইনে আগে থেকে নেই।

তাই, কুরআন বা সুন্নাহ-তে থাকা একটি বিষয়ে মানুষের Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ আয়াত বা সুন্নাহর প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে না।

আর তাই, পুরো আয়াতটি থেকে সার্বিকভাবে যা জানা যায় তা হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানের মানুষের ভাষা, চেহারা, পোশাক, খাবার, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, আইন-কানুন ইত্যাদি দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে মানুষ কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic channel দেখা
- Discovery Channel দেখা।

যে বিষয়টিকে উৎকর্ষিত না হলে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা বোঝা যায় না সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৪

... ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

যারা আকল/Common sense/বিবেককে ব্যবহার করে না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের বক্তব্য হলো– যারা আকল/Common sense/ বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না, জীবনের বিভিন্ন দিকে তাদের ওপর অকল্যাণ/ভুল চেপে বসে। তাই যে বিষয়টি যথাযথভাবে ব্যবহার না করার কারণে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে ভুল চেপে বসবে বলে কুরআন বলেছে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৫

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۪ . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ শামস্/৯১ : ৯-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমে নিশ্চয়তাসহ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে সে জীবন পরিচালনায় সফল হবে। আর যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না সে জীবন পরিচালনায় ব্যর্থ হবে। যে বিষয়টি ব্যবহার করা বা না করার ওপর মানবজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৬

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা আকল/Common sense/বিবেককে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যারা বিভিন্ন কাজ বিশেষ করে ইসলামকে জানা বা বোঝার জন্যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে কাজে

লাগায় না তাদেরকে নিশ্চয়তা সহকারে নিকৃষ্টতম জীব বলা হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে নিকৃষ্টতম পশু বলেছেন তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ এটি বোঝা সহজ। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ধরনের ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জন্তু বলেছেন কেন, তা আমাদের বোঝা দরকার।

গোখরা সাপ একটি হিংস্র জীব। তবে একটি গোখরা সাপ বেশি মানুষকে হত্যা করতে পারে না। একজন, দুইজন বা তিনজন মানুষকে কামড়ালেই সাপটি ধরা পড়ে যাবে এবং মানুষ তাকে মেরে ফেলবে। অন্যদিকে একজন মানুষ যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না সে অসংখ্য মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করবে এমনকি একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এ কারণেই যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাকে মহান আল্লাহ নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন। যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করার জন্য মানুষকে নিকৃষ্ট জীবের খেতাব পেতে হবে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৭

... ... كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ . قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ . وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে, কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে, সতর্ককারী আমাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম– আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে, হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহ-এর বক্তব্য) শুনতাম অথবা আকল/Common sense/বিবেককে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে আসতে হতো না।

(সুরা আল মুলক/৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকার করা ব্যক্তি। অর্থাৎ তারা কাফির। তাই, আয়াতটিতে পরকালে কাফির ব্যক্তিরা অনুশোচনা করে যা বলবে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– পৃথিবীতে নবী-রসূলগণ তাদেরকে যা বলেছিল অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নার যে দাওয়াত দিয়েছিল সেটি যদি তারা মনোযোগ সহকারে শুনতো

অথবা আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো তাহলে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না।

কাফিরদের আকল/Common sense/বিবেক অনেক অবদমিত। আয়াতটিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ঐ অবদমিত আকল/Common sense/বিবেককেও যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কাফিরদের জাহান্নামে যেতে হতো না।

তাই এ আয়াত হতে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটি কারণ হবে। যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৮

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ .

এটি সেই (প্রতিশ্রুত) কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (এটি) একটি পথনির্দেশিকা আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'এটি সেই (প্রতিশ্রুত) কিতাব' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন হলো সেই আসমানী গ্রন্থ যেটি আসার ঘোষণা পূর্বের সকল আসমানী গ্রন্থে আছে।

'যাতে কোনো সন্দেহ নেই' অংশের ব্যাখ্যা– মানুষ সাধারণত আকল/ Common sense/বিবেকের বাইরের/বিরোধী কথায় সন্দেহ করে। তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হলো– আল কুরআনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মানুষের আকল/ Common sense/বিবেকের বাইরের কোনো বিষয় নেই।

'(এটি) একটি পথনির্দেশিকা আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহ-সচেতনতার সর্বনিম্ন স্তর হলো আকল/Common sense/ বিবেক জাগ্রত থাকা। তাই এ অংশের ব্যাখ্যা হলো– কুরআন হতে পথনির্দেশ পাবে আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকা ব্যক্তিগণ।

অন্যকথায় বলা যায়–

১. কুরআন হতে শিক্ষা নিতে হলে কমপক্ষে বুনিয়াদি তথা জন্মের সময় থাকা মাত্রার আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন হতে হবে।

২. যে/যারা আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না, সে/তারা কুরআন হতে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হবে।

সুতরাং যে বিষয়টি জাগ্রত না থাকলে কুরআন হতে পথনির্দেশনা/হিদায়াত পাওয়া যাবে না সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

♣♣ আল কুরআনের এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আকল/Common sense/বিবেক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা আকল/Common sense/বিবেকহীন ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১০০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

পুরো হাদীসটিতে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, হাদীসটির সকল কথাকে জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করলেই শুধু সে ব্যাখ্যা যথাযথ

হবে এবং হাদীসটিতে মানবসভ্যতা বিশেষ করে বর্তমান মুসলিম জাতির জন্য থাকা মহাকল্যাণকর শিক্ষাটি ফুটে উঠবে। এ কথাটি সামনে রেখে চলুন হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা জানা যাক–

'নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা : পৃথিবী হতে একদিন প্রকৃত জ্ঞান উঠে যাবে। আর জ্ঞান উঠে যাওয়ার বিষয়টি ঘটবে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানী না থাকার কারণে। কুরআনের অক্ষর উঠে যাওয়ার মাধ্যমে নয়।

'যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা আকল/Common sense/বিবেকহীন ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে' অংশের ব্যাখ্যা : যখন কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা আকল/Common sense/বিবেকহীন ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। মানুষের মাথায় অবস্থিত ব্রেইনের সম্মুখ অংশে থাকে জ্ঞান। তাই, মাথা হলো জ্ঞানের আধার। আর তাই, হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যখন কোনো প্রকৃত আলিম সমাজে থাকবে না তখন লোকেরা আকল/Common sense/বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার তথা জ্ঞানী (আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে।

'তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা : আকল/Common sense/ বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থার আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিগণকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী উত্তর দেবে।

'বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে' অংশের ব্যাখ্যা : আকল/Common sense/বিবেককে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষা লাভ করা ব্যক্তিরা নিজেরা কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। তাই, তারা পথভ্রষ্ট হবে। অন্যদিকে তারা অপরকেও সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ শেখাতে পারবে না। তাই তারা অন্যদেরকেও কথা, লেখা, খুতবা, লেকচার, ওয়াজ, কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) ইত্যাদির মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে।

হাদীসটির ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়– আকল/Common sense/ বিবেক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের শক্তি।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حدثنا عبد الله عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ وَ اَبِيْ أُسَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَاَنَا اَوْلاَ كُمْ بِه . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبِكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدُكُمْ مِنْهُ .

আবূ হুমাইদ (রা.) ও আবূ উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে–
আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন– যখন তোমরা আমার নামে কোনো বর্ণনা শুনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) চিনতে পারে (মেনে নেয়) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মন) নরম হয় (গ্রহণ করে) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মনের নিকটতর তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক নিকটতর।

আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো বর্ণনা শুনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মন) বিমুখ হয় (গ্রহণ করে না) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মন থেকে দূরে তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক দূরে ।

- আহমদ, *আল মুসনাদ*, হাদীস নং ১৬০০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে মানুষের মন বলতে আকলে সালিম (অপরিবর্তিত/উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেক) বুঝানো হয়েছে। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী, মানুষের আকলে সালিমের (অপরিবর্তিত বা উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেক) রায় এবং রসুল (সা.)-এর আকল/Common sense/বিবেকের রায় তথা হাদীস অভিন্ন। অপরিবর্তিত

থাকলে যে উৎসের জ্ঞানের ভিত্তিতে পাওয়া রায় এবং রসুল (স.)-এর হাদীস অভিন্ন সে উৎস অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৬৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যা হতে আমরা জেনেছি– সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে জন্মগতভাবে কোনো মানুষ বেশি এবং কোনো মানুষ কম মর্যাদাবান হয়। যে বিষয়টির ভিত্তিতে জন্মের সময় হতে মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হয় সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَعَنْ

مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তার 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– মানুষের মাঝে সবচেয়ে সন্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী)। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন– তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবী'র পুত্র, আল্লাহর নবী'র পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলীযুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩১৯৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৬৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যা হতে আমরা জেনেছি– আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে সমাজের মানুষ বেশি এবং কম মর্যাদাবান হয়। যে বিষয়টির ভিত্তিতে মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হয় সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ : اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ মাস'ঊদ (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) সলাতের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ

করে বলতেন, তোমরা সোজাসুজি দাঁড়াও এবং আগে পিছে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দাঁড়িও না। এটিতে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এ গুণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে দাঁড়াবে। আবূ মাস'ঊদ (রা.) বলেন, কিন্তু আজকাল তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১০০০
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– অধিক আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন লোকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা কম আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্নদের তুলনায় বেশি। তাই হাদীসটি অনুযায়ীও আকল/Common sense/বিবেক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابن ماجه... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ... ... عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى.

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) সামুরাহ বিন জুনদুব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আল-আসকালানী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– সামুরাহ বিন জুনদুব (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– অভিজাত বংশধারা (Noble descent) হলো সম্পদ এবং মহানুভবতা (Generosity) হলো আল্লাহ সচেতনতা (তাকওয়া)।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪২১৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অভিজাত বংশধারা হলো সম্পদ' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশে অভিজাত বংশধারাকে সম্পদ বলা হয়েছে। এর কারণ হলো–

১. মানুষ বংশ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heriditarily) বিভিন্ন গুণ পায়। ঐ গুণগুলো হলো 'সম্পদ'। সে গুণের সবচেয়ে বড়োটি হলো অধিক শক্তিশালী আকল/Common sense/বিবেক।

২. অভিজাত বংশের পরিবেশে থাকার কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জ্ঞানের অধিক শক্তিশালী উৎসটি আরও উৎকর্ষিত হয়।

'মহানুভবতা হলো আল্লাহ সচেতনতা' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশে আল্লাহ সচেতনতাকে সরাসরি মহানুভবতা বলা হয়েছে। মহানুভবতার প্রতিশব্দ হলো মানবতা, বড়ো মন ইত্যাদি। নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের গুণগুলো মহানুভবতার অন্তর্ভুক্ত।

তাই, হাদীসটির এ অংশ অনুযায়ী আল্লাহ সচেতনতামূলক মূল বিষয় হলো– নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের জ্ঞানসমূহ। আর আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি হবেন নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের বিষয়সমূহ ধারণ করা ও মেনে চলা ব্যক্তি।

মানবজীবনের বিষয়সমূহ ৪ বিভাগে বিভক্ত–

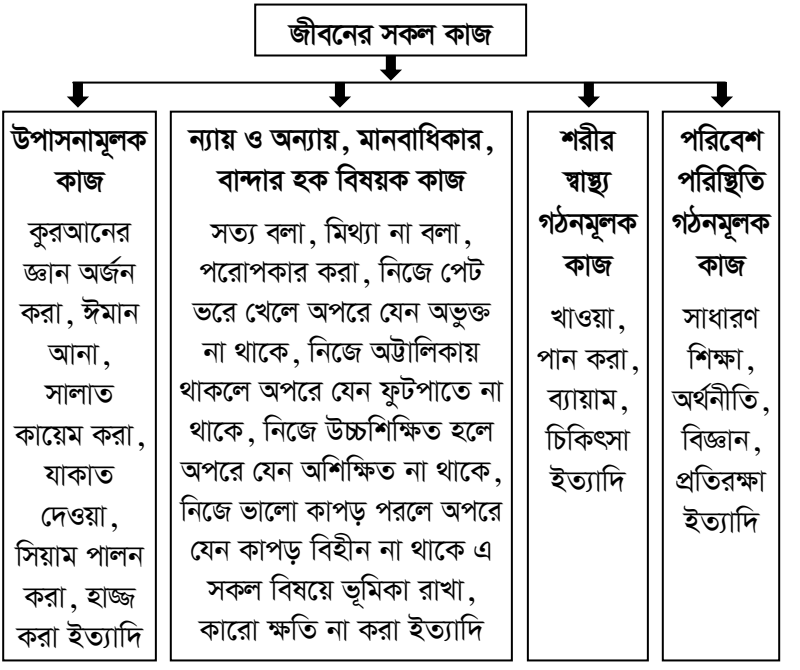

এ ৪ বিভাগের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়। অন্য তিন বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি) বিষয় হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় (উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম) বিভাগের বিষয়। মানুষ জন্মগতভাবে জানে শুধু

উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়সমূহ। আর তা মানুষ জানে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি/উৎস আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে।

যে উৎসের জ্ঞান ও আমল মানুষকে মহানুভব বানায় সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قَالَ : زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى. قَالَ زِدْنِي. قَالَ : وَغَفَرَ ذَنْبَكَ. قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ : وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন আবী যিয়াদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.)-এর কাছে এক লোক এসে বলল– হে আল্লাহর রসুল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় বলে দিন। তিনি বললেন– আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে আল্লাহ সচেতনতার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরও বেশি দিন। তিনি বললেন– তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরও বেশি দান করুন। তিনি বললেন– তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) তোমার জন্য কল্যাণ লাভ সহজ করুন, তুমি যেখানেই থাকো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৭৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে রসুলুল্লাহ (স.)-এর কছে দোয়া/নসিহত চাইলে রসুলুল্লাহ (স.) সর্বপ্রথম তাকে আল্লাহ সচেতনতার পাথেয় দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন।

সফর বিশেষ করে বিপদ-আপদ থাকা সফরে সফল হতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় উপস্থিতবুদ্ধি। যার উপস্থিতবুদ্ধি যত উৎকর্ষিত বিপদ-আপদ থাকা সফরে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। উপস্থিতবুদ্ধি আকল/Common sense/বিবেকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর জাগ্রত আকল/Common sense/বিবেকই হলো আল্লাহ সচেতনতা।

তাই, রসুল (স.) প্রকৃতভাবে লোকটির আকল/Common sense/ বিবেককে আরও উৎকর্ষিত এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করেন।

মানুষের দুনিয়ার জীবনটিও একটি সফর। তাই, হাদীসটির একটি শিক্ষা এটিও হবে যে– যার উপস্থিতবুদ্ধি যত উৎকর্ষিত হবে বিপদ-আপদে ভরপুর দুনিয়ার জীবনের সফরে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। আর তাই, অত্র হাদীসটি অনুযায়ীও আকল/Common sense/বিবেক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ... ... ... عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِيْنُهُ وَ مُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَ حَسَبُهُ خُلُقُهُ .

ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন, যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানো বা গ্রহণযোগ্য করার শক্তি হলো তার আকল/Common sense/বিবেক, আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র।

- আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৪২৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী আকল/Common sense/বিবেক হলো যুক্তির মাধ্যমে দ্বীন তথা কুরআন ও সুন্নাহ বোঝানো বা গ্রহণযোগ্য করার শক্তি। তাই, সহজে বলা যায়– আকল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি।

হাদীস-৯

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد... ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসুল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী? রসুল (স.) বললেন– যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসুল! গুনাহ কী? যে কাজ করতে তোমার মনে (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) বাধে সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দেবে।

- আহমাদ, *আল মুসনাদ*, হাদীস নং-২২২২০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'যাকে সৎকাজ আনন্দ দেবে এবং অসৎ কাজ পীড়া দেবে সে মু'মিন' অংশের ব্যাখ্যা : সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া দেয় সেই ব্যক্তিকে যার আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত আছে। তাই হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকার বিষয়টি ঈমান থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

'যে কাজ করতে তোমার মনে (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) বাধে সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– কোনটি গুনাহ তথা নিষিদ্ধ কাজ তা জানা-বোঝার একটি উৎস হলো আকল/Common sense/বিবেক।

যে বিষয়টি জাগ্রত থাকা বা না থাকার ওপর ঈমান নির্ভরশীল এবং যেটি মানুষকে নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয় সেটি অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– আকল/Common sense/বিবেক অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-১০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَارِمِيُّ... ... ... قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ

الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

ইমাম দারেমী (রহ.) শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দুটি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল/Common sense/বিবেক ও সাধনা (Dedication)।

অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়।

আর যে ব্যক্তি আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়।

তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দুটি গুণের একটিও নেই। না আছে আকল/Common sense/বিবেক আর না আছে সাধনা।

- দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞানার্জন করার জন্য প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়– আকল/Common sense/বিবেক ও সাধনা। তাই, সহজে বলা যায়– আকল/Common sense/বিবেক মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-১১.১

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ .قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ ... ...

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। ... ...

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৭৭৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১১.২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لاَ أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي. قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ.

ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশে-পাশে তাঁকে প্রশ্নরত

অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো– হে ওয়াবেসা! রসূল (স.)-এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম– আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসূল (স.)-এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসূল (স.) দুইবার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার মাথার সম্মুখে (সদর/কপাল) মারলেন এবং বললেন– তোমার মন (ক্বলব) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে (সদর) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীস দুটি অনুযায়ী মানুষের মন তথা মনে থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক ন্যায় (সঠিক) ও অন্যায় (ভুল) বুঝতে পারে। আর ঐ উৎস সম্মতি না দিলে কোনো ব্যক্তির ফতোয়া যাচাই না করে মানা নিষেধ। সে ব্যক্তি যত উচু মানেরই হোক না কেন। জ্ঞানের যে উৎসের রায়ের বিপরীত উচু মানের ব্যক্তিদের রায়ও যাচাই ছাড়া মানা নিষেধ সে উৎস অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীস-১২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا

أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।

তাই এতে থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/ বিবেকের বুঝের আওতায়) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বুঝের বাইরে (হৃদয়ঙ্গম হয় না), তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানী হলো MBBS পাস করা চিকিৎসক। MBBS ডিগ্রিধারী তথা সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকগণ মানুষের অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা দিতে সক্ষম। তবে কিছু বিশেষ রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়।

আকল/Common sense/বিবেক হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। তাই, যাদের আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত আছে তারা সবাই ইসলামের সাধারণ জ্ঞানী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে তাই বলা যায়– ইসলামের সাধারণ জ্ঞানী তথা পৃথিবীর আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকা সকল মানুষ কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বুঝতে সক্ষম। তবে কিছু বিশেষ বিষয় বোঝার জন্য কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সহায়তা দরকার হয়। ঐ বিশেষ বিষয়গুলোর অধিকাংশ হলো কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়।

আলোচ্য হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে তাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– সাধারণ মুসলিমদের পক্ষে তাদের আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বোঝা সম্ভব। তবে অল্পকিছু বিষয় তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া উৎস দিয়ে বোঝা সম্ভব হবে না। তাই, সাধারণ মুসলিমদেরকে তাদের আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বুঝে নিতে এবং তার ভিত্তিতে আমল করতে হবে। আর যে অল্পকিছু বিষয় তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া উৎস দিয়ে বোঝা সক্ষম হবে না সেগুলো তাদেরকে কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছ থেকে বুঝে নিতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

যে বিষয়টির মাধ্যমে কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বোঝা সম্ভব হবে সেটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মনীষীগণের বক্তব্য

মনীষী-১

العقل شرط معرفة العلوم.

আকল (Common sense/বিবেক) জ্ঞান জানার একটি শর্ত (উৎস)।

(শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.)-এর বক্তব্য। নাজাত বিনতে মূসা, *আল-আকলু ওয়া মাকানাতুহু ওয়া দালালাতুহুশ শার'ইয়্যিাতু আলাল উসূলিল ই'তিক্বাদিয়্যাহ*, পৃ. ৩১।)

মনীষী-২

وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعنى بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات.

আকল, মানুষের এরূপ একটি শক্তি যা দিয়ে মানুষ জ্ঞান ও অনুভবের যোগ্যতা রাখে। শাস্ত্রবিদদের এ বিষয়ে ব্যবহার করা غريزة শব্দটির এটাই অর্থ (স্বজ্ঞা/বিবেক/অন্তর্দৃষ্টি/Instinct/Drive/Common sense)। (এটি) এরূপ এক স্বভাবজাত শক্তি, জ্ঞানার্জনের উপকরণগুলো সুস্থ থাকলে যা দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

{আল্লামা সা'আদুদ্দীন তাফতাজানী, *শারহু আকাইদ আন-নাসাফী*, (মিশর : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আঝহার, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২০}।

ব্যাখ্যা : غريزة এমন জ্ঞানকে বলে যা জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

চূড়ান্ত রায় : উল্লিখিত বিষয়গুলোসহ কুরআন, হাদীস ও যুক্তির আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেকের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির মধ্যে পার্থক্য

তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল/Common sense/বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

ব্যবহারিক (Applied) পার্থক্য

দৃষ্টিকোণ-১

❑ মালিক, দারোয়ান ও ব্যাখ্যাকারীর দৃষ্টিকোণ

- আল্লাহ তা'য়ালা (কুরআন) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- রাসূল স. (সুন্নাহ) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক: মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ ভিত্তি, মানদণ্ড ও ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের ব্যাখ্যামূলক জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

শেষ কথা

পুস্তিকার তথ্যসমূহ জানার পর যে কেউই সহজে বুঝতে পারবেন জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে কী কী উৎস দিয়েছেন এবং উৎস তিনটির মধ্যে পার্থক্য কী? এরপর উৎস তিনটি ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের যে প্রবাহচিত্র/নীতিমালা কুরআন ও সুন্নাহ-এ আছে সেটি যদি মানুষ জানে ও ব্যবহার করে তবে মানুষের জ্ঞানে ভুল ঢোকানো অসম্ভব হবে। এমনকি অতীতে ঢোকানো ভুলও মানুষ শনাক্ত করতে ও শুধরাতে পারবে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে– 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। আশাকরি আলোচ্য বইটি ভুল জ্ঞান দূর করে মুসলিম ও মানবসমাজকে শান্তিময় করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

ভুল-ত্রুটি দলিলভিত্তিক ধরিয়ে দেওয়া সুধী পাঠকবৃন্দের ঈমানী দায়িত্ব। আর ভুল শুধরিয়ে নেওয়া লেখকের ঈমানী দায়িত্ব। আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবি-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৭. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭, ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮

- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০

- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ চট্টগ্রাম

- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০

❖ রাজশাহী

- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৯৩৩৩৪৮৩৪৮, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮

❖ খুলনা

- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ১৫৯, শচিনপাড়া, টুটপাড়া, খানজাহান আলী রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** হামিদপুর আদর্শপাড়া জিন্নাত মুহরীর বাসা ২য় তলা, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, ০১৩১৭৭১৬২৭৬, ০১৯৯০৮৩৪২৮২

❖ সিলেট

- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮